রাশিয়া বিশ্বকাপ

ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের প্রস্তুতি ডেলে আলির। ইংরেজ মিডফিল্ডারের ছবি হাতে মা ডেনিস (ইনসেটে)।

কষ্টের ছেলেবেলা থেকে বিশ্বকাপ

ডেলের সঙ্গী দুখি মায়ের গল্প

সেন্ট পিটার্সবার্গ, ১০ জুলাই ঃ এ যেন ঠিক বাংলা সিনেমার গল্প। ভরণপোষণের ক্ষমতা না থাকায় যে মা ছোটোবেলায় সন্তানকে তুলে দেয় অন্য কোনো দম্পতির হাতে, সেই মা-ই আবার লুকিয়ে কাঁদে ছেলের সাফল্যের দিনে পাশে থাকতে না পারার জন্য। যে ছেলেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন একটা সময়ে তাঁকেই ফিরে না পাওয়ার কষ্ট প্রতিমুহূর্তে তাঁকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়ায়। বুধবার মস্কোয় যখন বহুকাল বাদে দেশকে বিশ্বকাপ ফাইনালে তুলতে ছেলে মাঠে নামবে তখন সুদূর ইংল্যান্ডে বসে সেই মা-ও তাঁর সঙ্গী হবেন।

সারা বিশ্বে বোধহয় ফুটবলারদের গল্পটা একইরকম। সেই দারিদ্র্য, কষ্টের মধ্যে বেড়ে ওঠা। তারপর সাফল্যের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখা। কিন্তু ঘটনা হল, ডেলে আলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খানিকটা হলেও গোলমেলে। ১০ বছর বয়স পর্যন্ত যথেষ্টই ভালোভাবে কাটিয়েছেন এই ইংরেজ তারকা। মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ৩ বছর বয়স থেকে কোটিপতি বাবার সঙ্গে বিশাল রাজপ্রাসাদের মতো বাড়িতে কাটানো। তখন ডেলে নাইজিরিয়ায়। এমনকি সেই বাবা যখন দ্বিতীয় বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১০। বাবা নাইজিরিয়া ছেড়ে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন টেক্সাসে। ডেলে ফিরে এল তাঁর সেই পুরোনো দারিদ্র্যের মধ্যে মা ডেনিসের কাছে। ওই কষ্টের মধ্যে ফুটবলই তখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী। অনেক অভাব-দুঃখ থাকলেও মায়ের কোলের মতো নিরাপদ জায়গা আর কোথায়! কিন্তু ডেলের ছোটোবেলাটা ততটা নির্বিঘ্নে বোধহয় কাটার নয়। তাই মাত্র ১৩ বছর বয়সে ফের মা-ছাড়া ডেনিস। এই সময়টা তাঁকে এমকে ডন বলে একটি অ্যাকাডেমি থেকে বাছাই করা হয়েছে নজরকাড়া প্রতিভার জন্য। কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত জীবনের টালমাটাল অবস্থা বদলায় কোথায়? ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিকফোর্ড দম্পতির কাছে তাই চলে যেতে হয় ডেলেকে। কিন্তু তখন মা-কে ছেড়ে যেতে না ইচ্ছা হলেও সেদিনের সেই বালক আজ বুঝতে পারে, তাঁর পালক বাবা-মার জন্যেই আজ তিনি এই জায়গায়। অ্যালান এবং স্যালির কাছে না গেলে হয়তো আজ কোনো আস্তাকুঁড়েই স্থান হত ইংল্যান্ডের এই উঠতি তারকার। সুইডেন ম্যাচের পর যাঁদের সঙ্গে একটা ছবি দিয়েছেন ডেলের মডেল বান্ধবী রুবি মে। সেটা দেখেই মনখারাপ ডেনিসের। যেখানে কোনো উল্লেখ নেই তাঁর। অথচ তিনিই আসল মা।

রাশিয়ায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ডেলে নিজেই তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চান না। এমন নয় যে, মা ডেনিস ঝাড়ুদারের কাজ করেন বলে তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। কারণ, কিছুদিন আগে তাঁর কোটিপতি বাবাও যখন টটেনহ্যামের ট্রেনিং এবং পরে খেলার মাঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, ডেলে বাবার সঙ্গেও দেখা করেননি। আসলে ছোট্টবেলার ক্ষত হয়তো মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না ২২ বছরের এই তরুণ। এমনকি নিজের জার্সিতে 'আলি' পদবির ব্যবহারও করেন না তিনি। যদিও হিকফোর্ড পরিবার তাঁকে সরকারিভাবে কোনোদিনই দত্তক নেয়নি। কিন্তু তাঁরা প্রয়োজনের দিনে পাশে ছিলেন বলেই আজ তাঁদেরই বাবা-মা হিসেবে দেখতে চান ডেলে। তখন সন্তান মানুষ করার অক্ষমতার জন্যই হয়তো ছেলেকে ছাড়তে হয়েছিল কিন্তু যখন বিশ্বকাপের আসর মাতাচ্ছেন ডেলে তখন তাঁকে একবার জড়িয়ে ধরে আদর করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে ফেলেন ডেনিস। ছেলেকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েও সাড়া না পেয়ে দ্বারস্থ হয়েছেন সংবাদমাধ্যমের। ডেনিস বলে ফেলেছেন, 'আমি ওর কাছ থেকে কিছুই চাই না। ডেলের টাকার দরকার নেই আমার। শুধু ওকে একবার জড়িয়ে ধরে আদর করতে চাই। কিন্তু ডেলে আমার সঙ্গে কোনো কথাই বলতে চায় না। একমাত্র ওর ছোটো বোনকে মাঝে মাঝে মেসেজ পাঠায়।' এতকিছুর পরেও অবশ্য বুধবার

তিনি টেলিভিশনের সামনে বসবেন। ছেলের এবং দেশের সাফল্য চাইবেন। রাশিয়ায় পাশে থেকে ছেলের জন্য চিৎকার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শুভেচ্ছার পরিবর্তে ডেলের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাননি।

২০১৫ সাল থেকে ছেলেকে আর দেখেননি ডেনিস। বছর দুয়েক আগে একবার খেলা দেখতে গিয়ে গাড়ি রাখার জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কিন্তু ডেলে তাঁকে এড়িয়ে যান। ছেলের রাগের কারণটা অবশ্য ঠিকই বুঝতে পারেন তিনি। ডেনিস নিজেই বলেন, 'যে ওকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিল সে আর আমি এক নই। অনেক বদলে গিয়েছি আমি। আসলে সেই সময় আমি খুব মদ্যপান করতাম। ফলে চার ছেলেমেয়েকে মানুষ করা আমার পক্ষে শক্ত ছিল।' কিন্তু গোল বেঁধেছে এখানেই। ডেনিস একথা আগে বারবার বললেও হঠাৎই এবছর বিশ্বকাপের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অন্যরকম বলতে শুরু করেছেন। এখন ডেনিসের বক্তব্য, 'আসলে ওঁর ভবিষ্যতের জন্যই এটা করতে হয়েছে। ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন সফল করার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমার ছিল না। তাই ওকে আমি হিকফোর্ডদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হই। আজ ডেলে আমাকে ভুল বুঝছে কিন্তু আমি নিশ্চিত একদিন আসবে যেদিন ও আমার কাছে এসে জড়িয়ে ধরবে।' কে ঠিক, কে ভুল, তার উত্তর হয়তো ডেনিস এবং ডেলেই জানেন। বাস্তব জীবনে ইচ্ছাপূরণের গল্পগুলো খুব কমই রঙিন হয়, বরং সাদা-কালোই বেশি।

মডরিচদের মাঝমাঠ পথের কাঁটা কেনদের

স্বপ্নপূরণের মাঝে আর মাত্র দুটি ম্যাচ। এত কাছে এসে তাই কোনো দলই আর পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ। নিজেদের শেষটুকু উজাড় করে দেওয়ার জন্য ফুটছে। প্রত্যাশিত। বিশ্বকাপ বলে কথা। ফুটবলের সেরা মঞ্চ, সেরা সম্মান। আজীবন ইতিহাসে ঢুকে পড়ার সুযোগ কে বা হাতছাড়া করতে চায়।

সেমিফাইনালে নামার আগে ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া শিবিরের মেজাজও আলাদা হওয়ার কথা নয়। প্রতিটি ইঞ্চির জন্য লড়াই। শেষ বাঁশিতেই পরিষ্কার হবে, কারা ১৫ জুলাই ফাইনালের টিকিট পেতে চলেছে। দুটি দল প্রায় সমমানের। উনিশ-বিশের তফাত। ম্যাচ-ডেতে কোন দল কেমন ফর্মে, ছন্দে থাকবে, ভাগ্য কাদের সহায় হবে, তার উপর নির্ভর করবে ফলাফল।

আমার কাছে ম্যাচটা ইংল্যান্ডের আক্রমণ বনাম ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণ। রাহিম স্টার্লিং, হ্যারি কেন, ডেলে আলিরা গত কয়েকটা ম্যাচে আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দিয়েছে। জেসে লিনগার্ডের উইথ দ্য বল দৌড়টাও প্রশংসনীয়। সাউথগেটের এই ইংল্যান্ডের মূল বৈশিষ্ট ওরা ডাইরেক্ট ফুটবল খেলছে। পায়ে বল পড়লেই দু-তিনটি পাস খেলেই পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিপক্ষের বক্সে।

লভরেন, ভিদা, স্ট্রিনিচদের নিয়ে গঠিত ক্রোট রক্ষণের জন্য যা নিশ্চিতভাবে বড়োসড়ো পরীক্ষা। বর্ণবৈষম্যমূলক মন্তব্যের জেরে ভিদাকে নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। তবে তা কেটে যাওয়ায় ভিদা খেলছে। এদিকে সেট পিস মুভমেন্টেও ইংল্যান্ড লাভ তুলছে প্রায় প্রতিটি ম্যাচে। এখনও পর্যন্ত ওরা ১১টি গোল করেছে, বেশিরভাগই কর্নার বা ফ্রিকিক থেকে। গোলের গন্ধে ম্যাগুয়ের, ইয়রা উঠে যাচ্ছে। এবং কাজেও লাগাচ্ছে। কেনদের আড়াল থেকে গত ম্যাচে ম্যাগুয়ের, ডেলে আলি গোল করে চলে গিয়েছেন। ক্রোয়েশিয়ার কোচ জাটকো ডালিচকে যা আটকানোর স্ট্র্যাটেজি কষতে হবে। এব্যাপারে ক্রোয়েশিয়ার তুরুপের তাস নিঃসন্দেহে সুবাসিচ। ইংল্যান্ড গোলের নীচে পিকফোর্ড ছাপ রাখছেন প্রতিটি ম্যাচে। গর্ডন ব্যাঙ্কস, পিটার শিলটনদের ব্যাটনটা সঠিক লোকের হাতেই। ওর সৌজন্যে বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে প্রথমবার পেনাল্টি শুটআউটে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। অবশ্য চলতি বিশ্বকাপে গোলকিপারদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে চমকিত করেছে সুবাসিচই।

চেহারাটা দুর্দান্ত। লম্বা। একইসঙ্গে দুর্দান্ত রিফ্লেক্স। অসম্ভব লড়াকু। পরপর দুটি ম্যাচে ওর হাতযশে ক্রোয়েশিয়া নকআউটের হার্ডল টপকেছে বললে ভুল হবে না। ডেনমার্ক ম্যাচে পেনাল্টি শুটআউটে তিন-তিনটি সেভ! অবিশ্বাস্য কিপিং। রাশিয়ার বিরুদ্ধেও হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে যেভাবে দলকে টানল, কুর্নিশ করতে হবে। ওকে হার মানানো সহজ হবে না।

ইংল্যান্ডের জন্য সুবাসিচ যদি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়, তাহলে পথের কাঁটা মডরিচ-রাকিটিচদের নিয়ে গড়া মাঝমাঠ। ইংল্যান্ডের আক্রমণ ও ক্রোয়েশিয়ার রক্ষণের ডুয়েলের কথা বলছিলাম শুরুতে। কিন্তু ইংল্যান্ড আপফ্রন্টের জন্য সাপ্লাইলাইন ঠিক রাখতে হলে, মাঝমাঠের ডুয়েল জেতাটা অন্যতম শর্ত সাউথগেট ব্রিগেডের।

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই অন্যতম ডার্ক হর্স ধরা হচ্ছিল ক্রোয়েশিয়াকে। সৌজন্যে ওদের বিশ্বখ্যাত মাঝমাঠ। তেলখাওয়া মেশিনের মতো বুকে অতিরিক্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে সারাক্ষণ মডরিচ দৌড়ে বেড়ান। যে দৌড়কে ভয় পায় তাবড় তাবড় দল, রক্ষণ। গ্রুপ লিগে মেসি-মাসচেরানোর কী হালই না করেছিল ক্রোটরা। আমি নিশ্চিত, কাল মডরিচদের মাঝমাঠে অবাধ বিচরণ আটকাতে স্পেশাল স্ট্র্যাটেজি থাকবে সাউথগেটের।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মতো বিগ ম্যাচে অনভিজ্ঞতা ইংল্যান্ডকে ভোগাতে পারে। তাছাড়া চলতি বিশ্বকাপে ওরা সেভাবে পরীক্ষিতও নয়। গ্রুপ লিগে কমজোরি দলের বিরুদ্ধে খেলেছে। বেলজিয়ামের কাছে হেরেছে। সেদিক থেকে কাল প্রকৃতঅর্থে পরীক্ষার সামনে পড়তে চলেছে কেন ব্রিগেড।

ক্রোয়েশিয়া কিন্তু শুরু থেকে কঠিন গ্রুপ, কঠিন প্রতিপক্ষের বাধা অতিক্রম করেছে। অনেক বেশি কড়া টক্করে জিতে সেমিতে পা রেখেছে। ফলে মানসিকভাবে ওদের আত্মবিশ্বাস আকাশছোঁয়া। অবশ্য, নকআউটে পরপর দুটি ম্যাচ পেনাল্টি শুটআউটে যাওয়ার ধকল থাকবে ক্রোট শিবিরে। ইংল্যান্ডকে সমীহ করলেও, ভয় পাচ্ছে না ক্রোয়েশিয়া। দেখছিলাম, রাকিটিচ নাকি ফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার কথাও বলেছে। আত্মবিশ্বাস ভালো কিন্তু আত্মতুষ্ট হলেই বিপদ। ইংল্যান্ড ম্যাচ সহজ হবে না ওদের জন্য। তবে কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখব ক্রোয়েশিয়াকেই। ফুটবল টিমগেম। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্যারিশমাও অনেক সময় তফাত গড়ে দেয়। আর দুই দলে একাধিক রং বদলে দেওয়ার মতো লোক রয়েছে। ইংল্যান্ড শিবিরে যেমন হ্যারি কেন। তিনি গোল্ডেন বুটের দৌড়ে সবার আগে। ৬টি গোল করে বসে আছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। ১৯৬৬-র পর ফের দেশের ফাইনালের ওঠার স্বপ্ন সফল করতে কেনের মধ্যে বাড়তি তাগিদ থাকবে। স্টার্লিংয়ের অফ দ্য বলে দৌড়টা কিন্তু বিপজ্জনক। খুব ভালো পজিশনে থাকছে। ফলে ও অনেক বেশি ওপেনও করছে। বলটা একটু তাড়াতাড়ি রিলিজ করলে আরও বেশি কার্যকর দেখাবে। আছেন প্রথমবার ক্রোটদের বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন পূরণের জন্য।

স্বপ্ন, লক্ষ্য, আশা, হতাশা—সব রংই হাজির থাকবে ইংল্যান্ড-ক্রোট ডুয়েলে। থাকবে অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞের যুদ্ধ, থাকবে তারকা থেকে মহাতারকা হয়ে ওঠার তাগিদ, দেশবাসীকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা। আমার বিশ্বাস, যেই জিতুক, খুব ভালো ফুটবল দেখব। অপেক্ষা শুধু ইংল্যান্ডের ডাইরেক্ট ফুটবল নাকি ক্রোটদের পাসিং ফুটবল, কোন স্ট্র্যাটেজি শেষপর্যন্ত বাজিমাত করে।

তথ্যতালাশ

মুখোমুখি ঃ সাতবার মুখোমুখি হয়ে চারবার জিতেছে ইংল্যান্ড। ক্রোয়েশিয়া জিতেছে দুটি ম্যাচ। একটা ড্র। বড়ো কোনো টুর্নামেন্টে একবারই মুখোমুখি হয়েছে। ২০০৪-এর ইউরো কাপে ইংল্যান্ড ৪-২ ব্যবধানে জিতেছিল।

- তৃতীয়বার সেমিফাইনালে খেলছে ইংল্যান্ড। ১৯৬৬-তে কাপ জয়ের পথে সেমিতে পোর্তুগালকে ২-১-এ পরাজিত করে। ১৯৯০-এ পেনাল্টিতে জার্মানির কাছে হার মানে।
- রাশিয়া বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়ার হয়ে আটজন গোল করেছেন। একমাত্র এগিয়ে বেলজিয়াম (৯জন স্কোরার)।
- ১৯৮২-র পর একটি বিশ্বকাপে ইউরোপের দুটি দেশকে কখনও হারাতে পারেনি ইংল্যান্ড। '৮২-তে তারা চেকোস্লোভাকিয়া ও ফ্রান্সকে পরাজিত করেছিল।
- ১৯৬৬-তে বিশ্বকাপ জয়ের পথে ১১টি গোল করেছিল ইংল্যান্ড। এবার এখনও পর্যন্ত কেনরা সমসংখ্যক এগারোটি গোল করেছেন।
- দ্বিতীয়বার শেষ চারে ক্রোয়েশিয়া। ১৯৯৮-এ বিশ্বকাপ অভিষেকে সেমিফাইনালে উঠেছিল।
- নকআউটে গত দুটি ম্যাচে ডেনমার্ক ও রাশিয়াকে পেনাল্টি শুটআউটে হারিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। একটি বিশ্বকাপে পেনাল্টি শুটআউটে দুটি ম্যাচ জেতার নজির রয়েছে একমাত্র আর্জেন্টিনার (১৯৯০, যুগোস্লাভিয়া ও ইতালি)।
- বিশ্বকাপের আসরে নকআউট পর্বে ৬টির মধ্যে একটি ম্যাচ হেরেছে ক্রোয়েশিয়া। ১৯৯৮-এর সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে।
- হ্যারি কেন ৬টি গোল করে টপ স্কোরারের দৌড়ে একে। ক্রোয়েশিয়ার মান্ডুকিচ তিনটি গোল করেছেন এবং একটিতে সাহায্য করেছেন

টিম নিউজ

ইংল্যান্ড ঃ চোটআঘাতের সমস্যা নেই। জেমি ভার্ডি ফিট। গোলকিপার জর্ডন পিকফোর্ড গত ম্যাচে পাওয়া চোট কাটিয়ে সুস্থ।

ক্রোয়েশিয়া ঃ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে সুবাসিচ খেলার পরিস্থিতিতে। ব্রাসালকোর চোট চিন্তায় রাখছে। ক্লান্তির ছাপ তারকা স্ট্রাইকার মারিও মান্ডজুকিচের খেলায় পড়ছে।

কি ব্যাটল

কেন বনাম লভরেন ঃ সুইডেন ম্যাচে হ্যারি কেন কিছুটা নিষ্প্রভ ছিলেন। গোল পাননি। গোল্ডেন বুটের দৌড়ে সবার আগে থাকা কেন, কাল গোলের জন্য মুখিয়ে থাকবেন। ক্রোয়েশিয়া বক্সে কেনের টক্কর মূলত লিভারপুলের ডিফেন্ডার ডেজান লভরেনের সঙ্গে। ক্রোটদের রক্ষণের অন্যতম স্তম্ভ লভরেন।

ম্যাচের রেফারি ঃ কুনিত সাকির। তুরস্ক। গতবারও আর্জেন্টিনা-নেদারল্যান্ডস সেমিফাইনালে বাঁশি হাতে দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

শেষ পাঁচ ডুয়েল

- ২০০৪, ২১ জুন ঃ ইংল্যান্ড-৪ ক্রোয়েশিয়া-২
- ২০০৬, ১১ অক্টোবর ঃ ইংল্যান্ড-০ ক্রোয়েশিয়া-২
- ২০০৭, ২১ নভেম্বর ঃ ইংল্যান্ড-২ ক্রোয়েশিয়া-৩
- ২০০৮, ২১ নভেম্বর ঃ ইংল্যান্ড-৪ ক্রোয়েশিয়া-১
- ২০০৯, ৯ সেপ্টেম্বর ঃ ইংল্যান্ড-৫ ক্রোয়েশিয়া-১

বন্ধুর কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কেঁদে ফেললেন সুবাসিচ।

আমি যদি ওই ম্যাচটায় না খেলতাম তাহলে তো এই ঘটনা ঘটত না। কাসটিচও বেঁচে থাকত।...সেই ম্যাচের পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। ধাক্কা সামলাতে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়েও শান্তি পাচ্ছিলাম না। চোখে অন্ধকার দেখতাম।

–সুবাসিচ (ক্রোয়েশিয়ার গোলরক্ষক)

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের আগে অনুশীলন মডরিচদের।

মেসির পর কেনের পালা, হুংকার ক্রোয়েশিয়া কোচের

মস্কো, ১০ জুলাই ঃ নিজেদের আন্ডারডগ হিসেবে মেলে ধরছেন। আবার প্রতিপক্ষকে হুংকার দিতেও পিছপা হচ্ছেন না জাটকো ডালিচ।

কাল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলতে নামার আগে চুম্বকে এই হল ক্রোয়েশিয়া দলের অন্দরের ভাবনা। গ্রুপ লিগের ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিলেন লুকা মডরিচরা। সেই ম্যাচে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিলেন লিওনেল মেসি। কাল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নামার আগে মেসি মডেল ফিরে এসেছে ক্রোয়েশিয়া দলে। ঠিক যেভাবে সেদিন মেসিকে নিষ্প্রভ করে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই কাল হ্যারি কেন, রহিম স্টার্লিংদের আটকে দেওয়া সম্ভব বলে মনে করছে ক্রোয়েশিয়া। তাদের কোচ জাটকো ডালিচ আজ কেনদের বিরুদ্ধে একরকম হুংকার দিয়েছেন। ক্রোয়েশিয়া কোচ বলেছেন, 'আমরা ইংল্যান্ডকে ভয় পাই না। নিজেদের শক্তির উপর ভরসা রয়েছে। কেন এবারের বিশ্বকাপের টপ স্কোরার। ওকে রুখে দেওয়া সহজ নয়। তবে আমাদের দুই সেন্টার ব্যাক মেসিকে যেভাবে আটকেছিল, সেভাবে কেনদেরও রুখে দিতে পারবে।' ফুটবল পণ্ডিতরা ইতিমধ্যেই সাউথগেটের ইংল্যান্ডের হয়ে বাজি ধরতে শুরু করেছেন। কেনদের দুর্দান্ত ফুটবলের পর তাদের হারিয়ে ক্রোয়েশিয়া ফাইনালে যাবে, বেশিরভাগই তা মানতে চাইছেন না। কিন্তু ক্রোয়েশিয়া দলের অন্দরে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালের স্বপ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কোচ জাটকো ডালিচ সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়ে বলেছেন, 'ইংল্যান্ড গতির উপর নির্ভর করে ডাইরেক্ট ফুটবল খেলছে। ওরা সুইডেনকে সহজে হারিয়ে প্রমাণ করেছে দল হিসেবে কতটা দক্ষ। কিন্তু আমরা কাউকে ভয় পাই না। ইংল্যান্ড অবশ্যই ভালো দল। কিন্তু মাঠে ওদের জবাব দিতে আমরা তৈরি।' একইভাবে ক্রোয়েশিয়ার তারকা লুকা মডরিচও তার সতীর্থদের নিয়ে আত্মবিশ্বাসের কথা শুনিয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচকে 'স্পেশাল' আখ্যা দিয়ে মডরিচ বলেছেন, 'ইংল্যান্ড অসাধারণ দল। এবার দারুণ ছন্দে রয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে ফুটবল খেলাটা সবসময় স্পেশাল।' কোচ এবং দলের সেরা ফুটবলার মডরিচের মতো ক্রোয়েশিয়ার বাকিরাও ইংল্যান্ডকে যথেষ্ট সম্মান দিচ্ছেন। দলের আর এক তারকা মান্ডুকিচ নিজেদের আন্ডারডগ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, 'দল হিসেবে ক্রোয়েশিয়া ইংল্যান্ডের মতো তরুণ নয়। দলে অভিজ্ঞ ফুটবলারও খুব বেশি নেই। আমরা সব প্রতিপক্ষের মতোই ইংল্যান্ডকেও সম্মান করি। এই ম্যাচে আমরা আন্ডারডগ। তবে নিজেদের উপর ভরসা রয়েছে। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই কাল সেমিফাইনালে নামব আমরা।' ক্রোয়েশিয়া দলের আর এক তারকা ইভান রাকিটিচও একই সুরে কথা বলছেন। দল হিসেবে ইংল্যান্ডকে সম্মান ও গুরুত্ব দেওয়ার কথা তিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে ক্রোয়েশিয়া যে লড়াই ছাড়বে না, সেকথা স্বীকার করে রাকিটিচ বলেছেন, 'আমরা একটা স্বপ্নের পিছনে দৌড়োচ্ছি। জানি কাজটা কঠিন। ইংল্যান্ড দল হিসেবে দুর্দান্ত। কিন্তু আমরাও মাঠে সেরাটা দিয়ে চমক দিতে চাই।'

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কাল সেমিফাইনাল ম্যাচের আগে ক্রোয়েশিয়া জুড়ে উন্মাদনা চরমে। যা আরও উসকে দিয়েছেন দলের অন্যতম তারকা মান্ডুকিচ। তিনি তার শহরের এক মাঠে বিরাট জায়ান্ট স্ক্রিনের ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে একসঙ্গে বহু মানুষ ক্রোয়েশিয়ার খেলা দেখছেন। মূল আকর্ষণ হল, মান্ডুকিচের তত্ত্বাবধানে সেই খেলার আসরে রয়েছে ঢালাও বিয়ারের ব্যবস্থা। যার খরচ বহন করছেন মান্ডজুকিচ নিজেই। ৩২ বছরের ক্রোট তারকা অতীতেও এমন করেছেন বলে দাবি করছে সেদেশের সংবাদমাধ্যম। জানা গিয়েছে, সমর্থকদের বিয়ার পান করাতে গিয়ে প্রায় তিন হাজার পাউন্ড খরচ করে ফেলেছেন মান্ডজুকিচ।

ছাঁটাই করা হল ভুকোজেভিচকে

মস্কো, ১০ জুলাই ঃ আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে। ক্রোয়েশিয়ার কোচিং স্টাফ অনজেন ভুকোজেভিচকে ছেঁটে ফেলা হল। শনিবার সোচিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের পর ভিডিয়ো বার্তায় আপত্তিকর মন্তব্য করতে দেখা যায় ক্রোট ফুটবলার ডোমাজোগ ভিদা এবং কোচিং স্টাফ অনজেন ভুকোজেভিচকে। জয়ের উচ্ছ্বাসে 'গ্লোরি টু ইউক্রেন' বলতে দেখা যায় তাদেরকে যা বিক্ষুব্ধ ইউক্রেনিয়ানদের রাজনৈতিক স্লোগান। ইতিমধ্যেই ভিদাকে সতর্ক করেছে ফিফা। এদিন তাঁকে সরানোর পর ক্রোয়েশিয়ার ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কোচিং স্টাফের দায়িত্ব থেকে ভুকোজেভিচকে সরানো হল। পাশাপাশি রাশিয়ার জনগণের কাছে এই কোচিং স্টাফের আচরণের জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছে ক্রোয়েশিয়ার ফুটবল ফেডারেশন।

আজও মৃত বন্ধুর ছবি বুকে বয়ে বেড়ান সুবাসিচ

মস্কো, ১০ জুলাই ঃ ফিফার রোষে এবার ক্রোয়েশিয়ার গোলরক্ষক ড্যানিয়েল সুবাসিচ। দেশের জার্সির নীচে বরাবর নিজের প্রয়াত প্রিয় বন্ধুর ছবি আঁকা টি-শার্ট গায়ে মাঠে নামেন এই ক্রোট গোলরক্ষক। আর সেটা নিয়েই আপত্তি জানিয়েছে ফিফা। উদ্দেশ্যমূলক কোনো আচার-আচরণকে কোনো সময়ই মাঠে প্রশ্রয় দেয় না ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। যদিও ফিফার এই হুঁশিয়ারিকে আমল দিচ্ছেন না মোনাকোর হয়ে ক্লাব ফুটবলে খেলা সুবাসিচ।

রাশিয়ায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দেবস্মিতা মৌলিক

প্রয়াত প্রিয় বন্ধু হারভোজে কাসটিচের ছবি আঁকা টি-শার্ট পরার পিছনে জড়িয়ে রয়েছে এক মর্মান্তিক ইতিহাস। ২০০৮ সালে ক্রোয়েশিয়ার প্রথম ডিভিশন ক্লাব জাদারের হয়ে এইচএনকে সিবালিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ম্যাচে একটি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে সুবাসিচের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মারাত্মক চোট পান কাসটিচ। মাথায় চোট পেয়ে মাটিতেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। দ্রুতই তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে দ্রুত তাকে অস্ত্রোপচারে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে কোমায় চলে যান কাসটিচ। পাঁচদিন ধরে লড়াই চালানোর পর শেষপর্যন্ত হার মানেন সুবাসিচের বন্ধু।

বন্ধুবিয়োগের পর দশ বছর কেটে গিয়েছে, তবু আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি সুবাসিচ। কাসটিচের মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী বলে মনে করেন তিনি। ৩৩ বছরের গোলরক্ষকের হাহুতাশ, 'আমি যদি ওই ম্যাচটায় না খেলতাম তাহলে তো এই ঘটনা ঘটত না। কাসটিচও বেঁচে থাকত।' সুবাসিচ আরও জানান, 'সেই ম্যাচের পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। ধাক্কা সামলাতে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়েও শান্তি পাচ্ছিলাম না। চোখে অন্ধকার দেখতাম। ঘুমোতে পারতাম না। বারবার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হত। তারপর নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যখনই মাঠে নামব ওর ছবি আমার সঙ্গে থাকবে। সেই সিদ্ধান্ত থেকেই ওর ছবি আঁকা টি-শার্ট ব্যবহার করা শুরু। তারপর যখনই মাঠে খেলতে নামি আমি ওর টি-শার্ট পরে নামি। আমার মনে হয়, ও আমার মধ্যে দিয়ে বেঁচে আছে।'

সুবাসিচের বন্ধু কাসটিচ।

ফিফার নির্দেশ নাকি প্রয়াত বন্ধুর স্মৃতি, কোনটাকে বেছে নেবেন মডরিচদের সতীর্থ। সুবাসিচ কিন্তু নিজের প্রিয় বন্ধুর স্মৃতিকে বয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তাঁর সাফ জবাব, 'জাদার থেকে মোনাকো যখনই খেলতে নেমেছি এই টি-শার্ট পরে নেমেছি। দীর্ঘদিন ধরেই এটা আমার অভ্যাস। আমি সেটা পরিবর্তন করতে পারব না।'